কুষ্টিয়ায় কৃষকের মুখে তৃপ্তির হাসি : ধান চাষে লাগছেনা বাড়তি সেচ

সারাবছর ধানের জমিতে পানি সেচ পাওয়ায় কুষ্টিয়ার গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। এমনকি বোরো মৌসুমেও দিতে হয়নি বাড়তি পানি সেচ।

এর ফলে বেঁচে গেছে কৃষকদের সেচ খরচ। শুষ্ক মৌসুমেও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করেছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প। এদিকে তিন মৌসুমে পানি সেচ পাওয়ায় বেড়েছে ধানের আবাদ। আর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার ধানের বাম্পার ফলনের আশা কৃষি অধিদপ্তরের।

আর কম খরচে এবার বোরো ধান আবাদ করে খুশি কৃষকরা। কয়েক বছর আগেও আউস ও আমন ধানের ক্ষেতে নাম মাত্র পানি পাওয়া যেত জিকে সেচ খাল থেকে। আর বোরো ধান হতো সম্পূর্ণ কৃষকদের সেচ পাম্প দিয়ে। এতে ধান উৎপাদনে বাড়তি খরচ হতো কৃষকদের। কিন্তু এ বছর তিন মৌসুমেই পানি ছিল জিকে সেচ খালে। ফলে বেড়েছে বোরো ধানচাষির সংখ্যাও।

জিকে সেচ প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলার ১৩ উপজেলার প্রথমে ৪ লাখ ৮৮ হাজার একর জমি সেচের আওতায় এনে ১৯৬৯ সালে শুরু হয় জিকে সেচ প্রকল্পের কাজ।

পানির অভাবে প্রতিবছর কোটি-কোটি টাকা ব্যয়ে ইনটেক চ্যানেল ছাড়াও পদ্মার উজান মুখে ড্রেজিং করে সেচ প্রকল্পটি চালু রাখা হয়। এদিকে ২০০৫ সালে স্থাপিত গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের তিন নম্বর পাম্পটি ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল অকেজো হয়ে পড়ে। এরপর চার বছর দু’টি পাম্প দিয়েই চলে সেচ কাজ। যার ফলে কমতে থাকে এর আওতাধীন কৃষি জমি। পরে ২০২১ সালের নভেম্বরে অকেজো পাম্পটি সচল হয়। যার ফলে বোরো মৌসুমেও পর্যাপ্ত পানি পান কৃষকরা।

গত দুই বছর আগেও জিকে সেচ প্রকল্পের খালে পানি না থাকায় শুকিয়ে যেত বোরো ধানের জমি। কৃষকরা বাড়তি সেচ দিতে গিয়ে হিমশিম খেতেন। উৎপাদন খরচ বাড়তো দ্বিগুণ। কিন্তু এ বছর পাল্টে গেছে কুষ্টিয়ার জিকে সেচের আওতাধীন বোরো চাষিদের অবস্থা। পুরো মৌসুম জুড়ে জমিতে বাড়তি সেচ দিতে হয়নি। পর্যাপ্ত পানি পাওয়ায় মাঠজুড়ে সবুজের

সমারোহ। বোরো ধান দেখে খুশি কৃষকরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের কচুবাড়ীয়া মাঠের ধান চাষি সাইদুল ইসলাম বলেন, ডিজেলের যে দাম, আর বোরো ধানে প্রায় প্রতিদিন পানি সেচ দিতে হতো। কিন্তু এবার সারা বছরই জিকে সেচের পানি পেয়েছি। এক লিটার তেলও কিনতে হয়নি। আর মাঠে ধানের চেহারা দেখলেই মন ভরে যাচ্ছে। এত সুন্দর ধান মাঠে হবে আশাই করতে পারিনি। তিনি আরও বলেন, এখন জমিতে সার ও বীজ আর নিড়ানি খরচ। পানি সেচ দিতে হয়নি। যার কারণে অর্ধেক খরচে এবার ধান হচ্ছে।

ফারুক আলী নামে আরেক চাষি বলেন, আমরা ঠিকমতো পানি সেচ পেতাম না বলে অনেকেই বোরো আবাদ কমিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার সারাবছর জিকে ক্যানেলের পানি পেয়েছি। এতে আমরা খুবই কম খরচে আবাদ করছি। আগামীতে ধানের আবাদ আরও বাড়বে।

ধান চাষি কামাল উদ্দিন জানান, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবার বোরো ধানের অবস্থা বেশ ভালো। সারাবছর পানি সেচ পাওয়ায় আউস ও আমন ধানের ফলন ভালো হয়েছিল। আমরা আশা করছি, এবার বোরো ধানেও বাম্পার ফলন হবে। এমন ভালো বোরো ধান গত ১০ বছরেও এ অঞ্চলে হয়নি।

তিনি আরও বলেন, অনেক কৃষক আবার বোরো আবাদে ফিরে আসছেন। খরচ বেশি হতো বলে বোরো আবাদ কম হতো। কিন্তু এবার পানি সেচ লাগছে না, তাই আবার বাড়ছে ধানের আবাদ। এদিকে কৃষি বিভাগ বলছে, এ বছর কুষ্টিয়ায় বেড়েছে বোরো ধানের আবাদ। যা আগের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, কুষ্টিয়া জেলার ছয়টি উপজেলায় চলতি বোরো মৌসুমে ৩৫ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে ধানের আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেখানে আবাদ হয়েছে ৩৫ হাজার ২১৫ হেক্টর জমিতে। এছাড়া উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিলে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭৮ টন। এ বছর ফলন বেশ ভালো হওয়ার আশা রয়েছে কৃষি বিভাগের।

সেই সঙ্গে গত আউস ও আমন ধানেরও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আবাদ করেন কৃষকরা। আউসে ২৮ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল কৃষি অফিস। সেখানে কৃষকরা চাষ করেন ২৮ হাজার ১২৫ হেক্টর জমিতে। আমনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৮ হাজার ৮৮৫ হেক্টর জমিতে। সেখানে আবাদ হয়েছে ৮৮ হাজার ৯০৫ হেক্টর জমিতে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, বোরো ধানের জমিতে সেচ খরচ বেশি হওয়ার কারণে বোরো চাষে কৃষকদের আগ্রহ ছিল না। তবে এ বছর আবার কৃষকরা বোরো ধান চাষে ঝুঁকছেন। মিরপুর উপজেলার অধিকাংশ কৃষি জমি জিকে সেচ প্রকল্পের পানি সেচে ধানের আবাদ হয়। যার ফলে কম খরচে ধানের আবাদ করছেন কৃষকরা।

এছাড়া উপজেলা কৃষি অফিস থেকে এ বছর বোরো মৌসুমে এক হাজার ৩০০ কৃষককে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) এবং চার হাজার ৮৩০ জন কৃষকের মধ্যে হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ প্রণোদনার মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এ বছর আবহাওয়া ধান চাষের জন্য অনুকূলে ছিল। আর আউস ও আমন ধানের মতো বোরো মৌসুমেও বাম্পার ফলন হবে বলে আমরা আশা করি।

কুষ্টিয়া জিকে সেচ পাম্পের নির্বাহী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান জানান, বোরো মৌসুমে পাম্পগুলো সচল থাকায় আমরা কৃষকদের পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা দিয়েছি। ৩৭ হাজার হর্স পাওয়ার ক্ষমতার পাম্পটির মাধ্যমে বোরো মৌসুমে সেকেন্ডে ১ হাজার ৩০০ কিউসেক পানি নদী উত্তোলন করা হচ্ছে। যদি ১০-১৫ বছর পর-পর পাম্পগুলোকে সার্ভিসিং করা হয়, তাহলে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব। আশা করছি, আগামীতেও সারা বছর কৃষকদের সেচ সুবিধা দেয়া হবে, যাতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সুশান্ত কুমার প্রামাণিক জানান, আমরা অল্প জমিতে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফলনের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় ধানের ফলন ও দাম ভালো হওয়ায় কৃষকরা ধান চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। সেই সঙ্গে প্রণোদনা ও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ধান চাষ বৃদ্ধিতে আমরা কাজ করছি।

কুষ্টিয়ায় রাইস মিলের কালো

ধোঁয়া-বর্জ্যে বিপন্ন পরিবেশ

ঘরবাড়ি-গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কালো ছাই আর ধুলায়। এলাকার জলাধারগুলো পচা পানি আর তুষ-ভুসিতে জমাট বাঁধা নর্দমায় পরিণত হয়েছে। এতে করে অসহনীয় জনদুর্ভোগ তৈরি হয়েছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার বটতৈল-খাজানগর-পোড়াদহ এলাকায়।

সারাবছরই দূষিত বায়ু আর পানিতে বসবাস এখানকার বিশাল জনগোষ্ঠীর। ফসলের মাঠেও দূষিত পানির বিড়ম্বনা। ধান থেকে চাল প্রক্রিয়াজাত করা ও আটা উৎপাদন কাজে এই এলাকায় গত ৪৫ বছরে ধরে গড়ে উঠেছে প্রায় সাড়ে চারশো কলকারখানা।

এর মধ্যে বড় আকারের অটোমেটিক রাইস মিলই আছে ৫৫টি। যার অধিকাংশই মানছে না পরিবেশ সংরক্ষণ ও শ্রমিক নিরাপত্তার মতো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। ভারী এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একটিরও নেই বর্জ্য শোধনাগার।

মিলের দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত পানি পাইপের মাধ্যমে সরাসরি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের খালে। যা চলে যাচ্ছে কৃষি জমিতে, এমনকী মাছ চাষের পুকুর-জলাশয়েও।

ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, মরে ভেসে উঠছে মাছ। দূষিত পানির সঙ্গে ধানের কুড়া ও ছাই থাকায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে খালগুলো।

আবার কোনো কোনো রাইস মিল দখলে নিয়েছে খালের জায়গা। দূরের রাইস মিলও পাইপ লাইনে বর্জ্যের সংযোগ রেখেছে খালের সঙ্গে।

খাজানগর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা দেলোয়ার বলেন, এলাকার কোনো পুকুরেই মাছ বাঁচে না। কয়দিন পরপরই মাছ মরে ভেসে ওঠে। কৃষি কাজে শ্রমিক পাওয়া যায় না। জমিতে দূষিত পানি থাকায় ভয়ে হাত দিতে চান না তারা। চর্ম রোগ হয়।

তিনি আরও বলেন, এসব নিয়ে মিল মালিকদের সঙ্গে স্থানীয়দের প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। তারা বারবার দূষিত পানি না ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও মানেন না।

বটতৈল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিন্টু ফকির উদ্বেগ প্রকাশ করে ও এলাকাবাসীর ভোগান্তির কথা স্বীকার করে বলেন, ছাই এবং কারখানার অন্যান্য বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

কিন্তু মিল মালিকদের এ বিষয়ে সদিচ্ছা না থাকায় কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে জানা যায়, এখানকার মাত্র ৩০টি কারখানার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে। বাকিগুলো ছাড়পত্র ছাড়াই চলছে।

পরিবেশ দূষণের কথা স্বীকার করে কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল গাফফার বলেন, খাজানগরের চালকল মালিকদের একাধিকবার তাগাদা দেওয়ার পরও তারা এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, যত্রতত্র গড়ে ওঠা ধান-চাল সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলো ব্যাপক দূষণ ছড়াচ্ছে প্রকৃতিতে। ব্যাপারি এগ্রো ফুড প্রোডাক্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তোফাজ্জল হোসেন ব্যাপারি বলেন, এর আগে কলকারখানা কম ছিল, এখন বেশি হয়ে যাওয়ায় দূষণের পরিমাণ দিনদিন বাড়ছেই।

সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলেছে চালকলসহ সংশ্লিষ্ট নানা কারখানা, এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত অনিয়মের লাগাম না টানলে সামনের দিনগুলোতে আরও মারাত্মক পরিবেশ দূষণের শিকার হতে পারে এই এলাকার মানুষসহ জীব-বৈচিত্র্য।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের (খামারবাড়ি) অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (ফসল) বিষ্ণু পদ সাহা জানান, কলকারখানার এসব বর্জ্যের মধ্যে আয়রন, লেডসহ ক্ষতিকর নানা উপাদান থাকতে পারে। যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। আবার দূষিত পানির কারণে ফসলের উৎপাদনও কম হবে।

কলকারখানার বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে এখানকার জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ প্রয়োজন।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ অটোরাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মো. ওমর ফারুক বলেন, মানুষের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ আমরা করতে চাই না।

তিনি বলেন, সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলে প্লান্ট বা শোধনাগার নির্মাণ সহজ হবে। আর এটি নির্মাণ হলে এ অঞ্চলের মানুষ মারাত্মক পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

কুষ্টিয়ায় নবনির্মিত জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কুষ্টিয়ায় অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নবনির্মিত জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১১টায় গণভবন থেকে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে কুষ্টিয়া-সহ দেশের ৮টি শিল্পকলা একাডেমি ভবন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এসময় তিনি বলেন, আমাদের দেশের মানুষ সংস্কৃতি-মনা। নৌকার মাঝি নৌকা চালাতে চালাতে গান ধরে। এক সময় তো গরুর গাড়ি চলত। সেই গরুর গাড়ির চালকদের গাওয়া ‘ওকি গাড়িয়াল ভাই’ গান এখনো মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। যদিও আধুনিক প্রযুক্তি এবং আধুনিক যুগে সেসব হারিয়ে যেতে বসেছে, তবুও এগুলো কিন্তু শিল্পীর তুলিতে এখনো উজ্জীবিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি উপজেলায় কালচারাল কমপ্লেক্স গড়ে তুলব। প্রত্যেক উপজেলা থেকে যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা মেধাবিকাশের সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিতে চাচ্ছি।

নবনির্মিত শিল্পকলা একাডেমির ভবনগুলো অত্যন্ত চমৎকার ও আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে জানিয়ে সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার বিষয়ে সকলকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপির সভাপতিত্বে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আবুল মনসুর ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বক্তব্য দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন ছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

মিলনায়তন ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতারা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও শিল্পীরা সংযুক্ত ছিলেন।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো: খাইরুল আলম, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারন সম্পাদক আজগর আলী, সহসভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, পিপি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, জিপি এ্যাড. আসম আক্তারুজ্জামান মাসুম, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রফিকুল আলম টুকু, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সহসভাপতি আশরাফ উদ্দিন নজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রবি, শাহীন সরকার, জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এ শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন ঘিরে আনন্দে উদ্বেলিত এখানকার শিল্পী-কলাকুশলী ও সংগঠকরা। শিল্পকলা একাডেমীতে থাকছে ৩টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম।

এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ফিক্স অডিটোরিয়াম, মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম এবং এরিনা মঞ্চ। ভবনের বিভিন্ন তলায় শ্রেণি কক্ষ, অফিস কক্ষ, প্রশিক্ষক কক্ষসহ অন্যান্য কক্ষ রয়েছে। এ ছাড়া সর্বাধুনিক সাউন্ড সিস্টেমসহ নানা সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম বলেন, সাংস্কৃতিক চর্চা বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ করা হয়েছে।

সর্বস্তরে সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দিতে এবং শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়ানোর জন্যই সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের অর্থায়নে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকলা একাডেমী ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান বলেন, এক একর জায়গার ওপর নির্মিত এই কমপ্লেক্স ভবন। বাংলাদেশের মধ্যে এটিই সেরা

অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স শিল্পকলা একাডেমী ভবন।

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় এক নারীর আমৃত্যুসহ ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় রায়হান নামে এক যুবক হত্যা মামলায় এক নারীর আমৃত্যু ও পাঁচজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া প্রত্যেককে আরও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন।

আমৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত হলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ভুরকাপাড়া গ্রামের মান্নান সর্দারের মেয়ে শিখা খাতুন। এ ছাড়া এ ঘটনায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ভুরকাপাড়া গ্রামের মৃত জলিল সর্দারের ছেলে মান্নান সর্দার। আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সারজুল, মৃত জলিল সর্দারের ছেলে সাধু সর্দার, মৃত শওকত সর্দারের ছেলে বজলু সর্দার, ভেড়ামারা উপজেলার জুনিয়াদহ গ্রামের রাজন বিশ্বাসের মেয়ে আজমিরা খাতুন।

রায় ঘোষণার সময় দণ্ডপ্রাপ্তরা আদলতে উপস্থিত ছিলেন। পরে কড়া পুলিশি পাহারায় তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। এই ঘটনার সঙ্গে কোন সম্পৃক্ততা না থাকায় মামলার অপর দুই আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার জুনিয়াদহ গ্রামের মীর শহিদুল ইসলামের ছেলে দিনমজুর রায়হানের সঙ্গে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ভুরকাপাড়া এলাকার মোয়াজ্জেম মণ্ডলের মেয়ে সেতুর সঙ্গে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়।

বিয়ের কিছুদিন পর রায়হানের সঙ্গে সেতুর সঙ্গে ঝগড়া হলে সেতুকে

রেখে রায়হান ঢাকাতে চলে যান। পরে ২০১৬ সালের ৫ অক্টোবর তারিখে রায়হান আবার বাড়িতে আসেন।

এর পরদিন ৬ তারিখ (বৃহস্পতিবার) রাত ৮টার দিকে তিনি একটি অজ্ঞাত ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যায়। পরের দিন বাড়ি থেকে আধা কিলোমিটার দুরে একটি পানের বরজে রায়হানের মরদেহ পাওয়া যায়।

খবর পেয়ে ভেড়ামারা থানা–পুলিশ নিহত রায়হানের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

এই ঘটনায় নিহত রায়হানের পিতা মীর শহিদুল বাদী হয়ে ৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ভেড়ামারা থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার দীর্ঘ তদন্ত শেষে ৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে বুধবার বেলা ১২টার দিকে মামলা রায় ঘোষণা করেন আদালত।

কুষ্টিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের অপেক্ষায় নবনির্মিত শিল্পকলা ভবন

কুষ্টিয়ায় অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নবনির্মিত জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবন এখন প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

আগামীকাল বুধবার সকাল ১১টায় গণভবন থেকে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে কুষ্টিয়া-সহ দেশের ৮টি শিল্পকলা একাডেমি ভবন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন ছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন ও নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, মৌলভীবাজার, পাবনা, রংপুর, খুলনা, মানিকগঞ্জ ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতারা,

সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও শিল্পীরা সংযুক্ত থাকবেন।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারন সম্পাদক আজগর আলী, সহসভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সহসভাপতি আশরাফ উদ্দিন নজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রবি, শাহীন সরকার, জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত থাকবেন।

অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এ শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন ঘিরে আনন্দে উদ্বেলিত এখানকার শিল্পী-কলাকুশলী ও সংগঠকরা। এখন নির্মাণ কাজ শেষে শুধুই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষা।

সাংস্কৃতিক চর্চা বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ করা হয়েছে। সর্বস্তরে সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দিতে এবং শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়ানোর জন্যই ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঢাকার পরেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির অবস্থান এটি।

শিল্পকলা একাডেমীতে থাকছে ৩টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম। এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ফিক্স অডিটোরিয়াম, মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম এবং এরিনা মঞ্চ। ভবনের বিভিন্ন তলায় শ্রেণি কক্ষ, অফিস কক্ষ, প্রশিক্ষক কক্ষসহ অন্যান্য কক্ষ রয়েছে।

এ ছাড়া সর্বাধুনিক সাউন্ড সিস্টেমসহ নানা সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। বিশাল পরিসরের এই শিল্পকলা একাডেমিতে প্রবেশ করতেই নজর কাড়বে দৃষ্টিনন্দন এই ভবনটি। ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর কয়েকবার পরীক্ষণমূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়েছে।

জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান বলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের অর্থায়নে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকলা একাডেমী ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এক একর জায়গার ওপর নির্মিত হবে এই কমপ্লেক্স ভবন। বাংলাদেশের মধ্যে এটিই সেরা অত্যাধুনিক

কমপ্লেক্স শিল্পকলা একাডেমী ভবন।

ভেড়ামারায় জিকে সেচ প্রকল্পের খালে প্রকৌশলীর লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্পের প্রধান খাল থেকে গোলাম সরোয়ার মিঠুন (৩৫) নামের এক প্রকৌশলীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে জিকে সেচ প্রকল্পের প্রধান খালের ভেড়ামারা ষোলদাগস্থ স্থান থেকে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মিঠুন ভেড়ামারা উপজেলার মহারাজপুর গ্রামের গোলাম রব্বানীর ছেলে। তিনি একজন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তবে পরিবারের দাবি, কিছুদিন ধরে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।

পরিবারের বরাত দিয়ে ভেড়ামারা থানার ওসি (তদন্ত) নান্নু খান জানান, বিকেলে স্থানীয়রা সেচ খালের পানিতে মরদেহটি দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মিঠুন নামের ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে। তার পরিবারের ভাষ্যমতে, কিছুদিন ধরে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। মানসিক হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা করা হয়। গত দুইদিন ধরে বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন মিঠুন।

লালন শাহ সেতুর নিকট যাত্রী ছাউনী জামে মসজিদের ইমাম আব্দুর রশিদ জানান, গত দুইদিন ধরে মিঠুন উক্ত মসজিদে অবস্থান করছিল। মঙ্গলবার যোহরের নামাজের পর জিকে ক্যানালের ১ নং ব্রিজের কাছে গোসল করতে যায়। পরে মরদেহ ভেসে উঠে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত সুলিশ সুপার (ভেড়ামারা-দৌলতপুর সার্কেল) ইয়াসির আরাফাত জানান, খালে গোসল করতে গিয়ে হয়তো ডুবে মারা গিয়েছে। তার মানসিক সমস্যা ছিল এবং সাঁতার জানতো না বলে জানা গেছে।

কুষ্টিয়ায় জিয়াউর রহমানের ম্যুরালে কালি, পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে থাকা জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল অপসারণ করার দাবি উঠেছে।

এই দাবিতে জিয়াউর রহমানের ছবিতে কালো কালি দিয়ে ক্রস চিহ্ন এঁকে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ। তারা জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল অপসারণের দাবিতে মানববন্ধনও করেছে। উল্টোদিকে জিয়াউর রহমানকে অসম্মান করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রদল।

জানা গেছে, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বিএনপি জোট সরকারের আমলে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পাশে জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়।

প্রায় দেড় যুগ পর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর গত রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ কুষ্টিয়া জেলা শাখার কর্মীরা জিয়াউর রহমানের ম্যুরালে (ছবিতে) ক্রস কালো চিহ্ন দিয়ে দেয়।

এ ছাড়া গত সোমবার দুপুর ১২টায় কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটের সামনে তারা মানববন্ধন করে। এখানে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি হাসিবুর রহমান রিজু, কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি নজরুল ইসলাম প্রধান, সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামান খান বক্তব্য দেন।

ঘণ্টাব্যাপী চলা মানববন্ধন থেকে জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল অপসারণে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়। না হলে আরও কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেন নেতাকর্মীরা।

পরে একই দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন তারা। এদিকে

জিয়াউর রহমানকে অসম্মান করার প্রতিবাদে সোমবার সন্ধ্যার পর কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে কুষ্টিয়া জেলা ও শহর ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিল বের করে। জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোজাক্কির রহমান রাব্বী ও সদস্য সচিব খন্দকার নিশাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

জিয়াউর রহমানের ছবিতে কালো কালি দিয়ে অবমাননা করার প্রতিবাদে মশাল মিছিল হয়েছে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর এবং প্রতিবাদ হয়েছে ভেড়ামারাতেও।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনের সংসদ সদস্য জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন, অনেক স্থানে এমন ভুল ভ্রান্তি রয়েছে। সেগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভেড়ামারার বিষয়টিও আমরা দেখব।

কুষ্টিয়ায় সেমাই তৈরিতে ব্যস্ত শ্রমিকরা

ঈদের মত মহোৎসবে সেমাইয়ের যেন বিকল্প নেই। দেশের বিভিন্ন স্থানে সেমাই তৈরি হলেও কুষ্টিয়া এর জন্য সুখ্যাত। আসন্ন ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে তাই মহাব্যস্ত স্থানীয় সেমাই কারখানাগুলোর শ্রমিকরা।

কুষ্টিয়ার বিভিন্ন সেমাই কারখানা ঘুরে দেখা গেছে, ময়দা মাখানো, মেশিনের মাধ্যমে মিশ্রণ তৈরি করা, অতঃপর সেমাই তৈরি করে রোদে শুকানোর কাজে ব্যস্ত শ্রমিকরা। ঈদ যতই কাছে আসছে, তাদের ব্যস্ততা যেন ততই বাড়ছে। সময়মত সেমাই সরবরাহ করতে হবে তাদের।

কুষ্টিয়ার সাদা সেমাইয়ের ব্যাপক চাহিদা থাকায় বিভিন্ন জেলায় বিক্রি হয়। রমজান মাস যত শেষ হয়ে যাচ্ছে ততই এই সেমাই বিক্রির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। সেমাই বেচাকেনা নিয়ে পাইকারি ব্যবসায়ীরাও আড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

কুষ্টিয়ার বিখ্যাত সাদা সেমাই ঈদ উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। দম ফেলানোর যেন ফুরসত নেই শ্রমিকদের। উন্নতমানের সেমাই

তৈরির চ্যালেঞ্জ রয়েছে তাদের।

তবে, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে সেমাই তৈরির অভিযোগ আছে অনেক কারখানার বিরুদ্ধে। এমনকি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) অনুমোদন না থাকারও অভিযোগ পাওয়া গেছে অনেকগুলো কারখানার বিরুদ্ধে।

জেলাটিতে ১৭টি সেমাই কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় কোনো কেমিক্যাল ব্যবহার না করেই স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সেমাই তৈরি করা হচ্ছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের।

তবে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, শহরের অলিগলিতে অস্থায়ী কারখানায় দিনরাত চলছে সেমাই তৈরির কাজ। বেশি মুনাফার আশায় নোংরা ও অপরিষ্কার কারখানায় কারিগররাও অপরিচ্ছন্নভাবে কাজ করছেন। তাছাড়া খোলা স্থানে শুকানো হচ্ছে সেমাই। যেখানে কাক বা অন্য পাখির অবাধ বিচরণ রয়েছে।

কুষ্টিয়া খাদ্য শিল্প মালিক সমিতির সাধারণ বিল্লাল হোসেন বলেন, জেলার চাহিদা মিটিয়ে এখানকার সেমাই আশপাশের জেলাগুলোতেও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রতিদিন দুই থেকে তিনশ’ মণ সেমাই উৎপাদন করা হচ্ছে। এখন আবহাওয়া ভালো থাকলেও মাঝে মাঝে বৃষ্টির কারণে উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। এদিকে কুষ্টিয়ার সেমাই কারখানাগুলোতে নোংরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে তৈরি সেমাই কতটা স্বাস্থ্যসম্মত সেটাই দেখার বিষয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জানান, পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে যাতে জেলার কোথাও ভেজাল খাদ্য বিক্রি বা দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি না হয় সে দিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর নজরদারী করা হচ্ছে। সেমাই কারখানাগুলোতে শীঘ্রই অভিযান শুরু হবে।

ফুটন্ত সূর্যমুখী কুষ্টিয়া শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে

কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডের সড়ক বিভাজনের মাঝে সূর্যমুখী ফুলের বীজ বপন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এর মুল নায়ক কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগ কর্মী ইন্তাদুল হক পাপ্পু। তার বাড়ী মিরপুর উপজেলার আমলা এলাকায়।

কৃষক বাবার মাঠের জমিতে সূর্যমুখী চাষে অভিভূত হয়ে তিনি কুষ্টিয়া শহরের এই সড়ক বিভাজনের মাঝে সূর্যমুখী ফুলের বীজ রোপণের উদ্যোগ নেন। এরপর মাস দুয়েক আগে তিনি আধা কেজি সূর্যমুখী বীজের চারা রোপন করেন।

সেই বীজ অঙ্কুরোদগম হয়ে এই দুই মাসে প্রস্ফুটিত হয়ে হলুদাভ ফুল ফুটতে শুরু করেছে। সূর্যমুখী ফুলের জন্য রাস্তাটি সৌন্দর্য বাড়িয়েছে, এছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সহযোগিতা করছে এই ফুল গাছগুলো। সারি সারি সূর্যমুখী ফুলের হলুদ রঙে মন ছুঁয়ে যাচ্ছে চলাচল রতপথচারী ও ব্যবসায়ীদের।

রাতে যেমন আইল্যান্ডের আলোতে রাস্তাটিকে আলোকিত করে ঠিক তেমনি দিনের বেলায় সূর্যমুখী ফুলের হলুদ রঙে সৌন্দর্যটা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

এন এস রোডের মৌবনের সামনে ছবি তুলছিলেন মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আনজুম জনী। তিনি জানান, সড়কের মাঝে সূর্যমুখী ফুল গুলো ফুটে থাকে যা দেখে অনেক ভালো লাগে। তাই ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারলাম না।

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি স্বপন হোসেন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে ছাত্রলীগ কর্মী ইন্তাদুল হক পাপ্পু যে সূর্যমুখী ফুল গাছ লাগিয়েছে এর থেকে বোঝা যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার কতটা ভালোবাসা রয়েছে। কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগ কর্মী পাপ্পুর প্রতি রইল ভালোবাসা।

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগ কর্মী ইন্তাদুল হক পাপ্পু জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে সূর্যমুখী ফুলের বীজ

বপন করেছিলাম এন.এস রোডে যা আজ ফুল ফুটে রাস্তাটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

কুষ্টিয়া পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সূর্যমুখী ফুলগুলোর সঠিক পরিচর্যা করার জন্য, আগামীতেও আমার এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার্থে নিয়মিত গাছ লাগানোর কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন এই ছাত্রলীগ কর্মী।

কুষ্টিয়া পৌরসভার পরিকল্পনাবিদ রানভীর আহমেদ বলেন, শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে এই এনএস সড়ক বিভাজনের মাঝে থাকা ফুটন্ত সূর্যমুখী ফুলগুলো।

আমরা অন্য ফুল গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করেছিলাম এবং কিছু রোপন যদিও করেছিলাম তবে এই সূর্যমুখী ফুল রোপণ করা হয়েছে জেনে আমরা গাছগুলোতে নিয়মিত পানি দেওয়াসহ পরিচর্যা করেছি।

কুষ্টিয়ায় ইউনিলিভারের “দোস্তি পার্টনার মিলন মেলা” অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষ থেকে “দোস্তি পার্টনার মিলন মেলা” অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের খেয়া রেস্তোরাঁয় এ মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলার পাইকারি ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে এ মিলন মেলায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড এর কুষ্টিয়ার পরিবেশক মেসার্স গ্রীণ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী অজয় সুরেকা।

ইউনিলিভারের বিভিন্ন পণ্যের গুনগত মান নিয়ে নানান বিষয়ে আলোচনা করেন ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড এর কুষ্টিয়া সেলসের এরিয়া টেরিটরি সেলস ম্যানেজার টিএম তানজিমুল হক ও এরিয়া সেলস ম্যানেজার আসিফ আলম বিপুল ও পরিবেশক রাজেশ সুরেকা প্রমুখ।